Prantik Gabeshana Patrika ISSN 2583-6706 (Online)
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-3 Issue-2 January 2025

সোমেন চন্দের ‘অন্ধ শ্রীবিলাসের অনেক দিনের একদিন’ ছোটোগল্পের প্রেক্ষাপটে শ্রীবিলাসের মনস্তত্ত্ব

সৌম্যদেব দাস

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2025/02/14_Souryadeb-Das.pdf

সারসংক্ষেপ: সোমেন চন্দের অন্যতম ছোটগল্প হলো ‘অন্ধ শ্রীবিলাসের অনেক দিনের একদিন’। গল্পে বিশেষ ভাবে প্রাধান্য পেয়েছে একটি দরিদ্র পরিবারের নানা ধরনের ভালো-মন্দ মিশ্রিত দৃশ্য। গল্পের নায়ক ছিলেন অন্ধ শ্রীবিলাস, একজন প্রতিবন্ধী। প্রতিবন্ধী হওয়ার দরুন তাকে অবহেলিত, বঞ্চিত হতে হয়েছিল তার পরিবারের সদস্যদের কাছে। একজন প্রতিবন্ধী মনুষকে সমাজ, পরিবারের কাছে অবহেলিত ও অপমানিত হতে হয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না, আর এমনটাই ঘটেছে অন্ধ শ্রীবিলাসের পক্ষেও — যা বাস্তব। তবে শ্রীবিলাস প্রতিবন্ধকতা ও অবহেলাকে জীবনে গুরুত্ব না দিয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন পরলোকতত্ত্ব ভাবনা। কিন্তু এটাও ঠিক যে, পরলোকচিন্তা ও অন্যান্য চিন্তা দর্শনের পরিবর্তে তার জীবনে বিশেষ গুরুত্ব হয়ে উঠেছিল যৌনতার বিষয়টি। আমরা জানি যারা প্রতিবন্ধী তাদের পক্ষে কর্ম করে সংসার চালানো বেশিরভাগ মানুষের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে আর তেমনি কর্ম করে সংসার চালানো অসম্ভব হয়েছিল শ্রীবিলাসের ক্ষেত্রে। শ্রীবিলাসের দরিদ্র সংসার চলত স্ত্রী বিন্দুর মাধ্যমে। কিন্তু আমরা দেখেছি বিন্দুর পরিশ্রমের দিকটা শ্রীবিলাস আমাল না দিয়ে যৌন সঙ্গমের দিকেই বিশেষ আমল দিয়েছিল।

সূচক শব্দ: প্রতিবন্ধী, যৌনতা, দারিদ্র্যতা, পরলোকচিন্তা, অবহেলা

সোমেন চন্দ বাংলা সাহিত্য ধারার তিরিশের দশকের একজন শক্তিশালী লেখক। তবে তাঁর অকাল মৃত্যু না হলে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারটি আরো পরিপূর্ণ হয়ে উঠত। দিলীপ মজুমদার সম্পাদিত ‘সোমেন চন্দ ও তার রচনা সমগ্র’ বইটি থেকে জানা যায়, লেখক সোমেন চন্দ একটি উপন্যাস (‘বন্যা’), দুটি একাঙ্ক নাটক (‘প্রস্তাবনা’ ও ‘বিপ্লব’), তিনটি কবিতা (‘জনশক্তি’, ‘শুভদিনের সংবাদ শোন’ ও ‘রাজপথ’) এবং ২৮টি ছোটগল্প লিখেছেন। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করলে ও লেখকের বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতা, মার্কসবাদী দর্শন, সমকালীন পরিবেশ পরিস্থিতি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর রচিত ছোটোগল্পগুলিতে। এই ছোটগল্পগুলিতে একদিকে যেমন দরিদ্র পীড়িত মানুষের কথা, সমকালীন রাজনৈতিক পরিবেশের কথা জানা যায়, তেমনি অন্যদিকে প্রেম, রোমান্টিকতা, যৌনতার পরিচয় পাওয়া যায়। এরকমই আমাদের আলোচ্য ‘অন্ধ শ্রীবিলাসের অনেক দিনের একদিন’ ছোটগল্পে প্রাধান্য পেয়েছে অন্ধ শ্রীবিলাসের দারিদ্র্যতা ও যৌনতা।

‘অন্ধ শ্রীবিলাসের অনেক দিনের একদিন’ গল্পে সোমেন চন্দ একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে প্রতিবন্ধী শ্রীবিলাসের কথা তুলে ধরেছেন। শ্রীবিলাসের স্ত্রী বিন্দু, মেয়ে সদু, দুই ছেলে কোলে ও হেবোকে নিয়ে অন্ধ শ্রীবিলাসের পরিবার। দৃষ্টিহীন শ্রীবিলাসের জীবনের হতাশা, দারিদ্র্যতা, তার ভিতরের যৌনতা, কামনা, বাসনার চিত্র আলোচ্য গল্পের প্রধান বিষয় বলে দাবি রাখে। অন্ধ শ্রীবিলাসের জীবনে চলার পথে অন্যতম সহায়ক হয়ে উঠেছিল তার লাঠি —

“বিছানা থেকে উঠেই প্রথম খুঁজল লাঠি, — এটা ছাড়া সে চলতে পারে না, তার অন্ধত্বকে সে কতটা উপহাস করে ওই লাঠির সাহায্য নিয়ে। ওই লাঠি তার মস্ত বড়ো সাথী।”[১]

সে প্রতিনিয়ত সকলের থেকে আগে ঘুম থেকে উঠে পূর্বদিকে অনুমান করে সূর্যকে প্রণাম করে এবং ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রীকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে। ঘুম ভাঙানোর ফলে তার স্ত্রী বিরক্ত হয়। বিন্দু অন্যের বাড়িতে

পরিশ্রম করে সংসার চালায়। কিন্তু শ্রীবিলাস বিন্দুর কথা চিন্তা করে না। সারাদিন পরিশ্রম করার পর বিন্দুকে শ্রীবিলাসের শারীরিক চাহিদা মেটাতে হয়। তাই বিন্দু বলেছে —

"আমি বলছি, কেন মিথ্যে কথা? সারারাত যে গরম গেছে, ঘুম একরকম হতেই চায়না, তার উপর — ।"[২]

প্রত্যেকদিন প্রায় এমন ঘটনার সঙ্গে মুখোমুখি হতে হয় বিন্দুকে। শ্রীবিলাস অন্ধ হওয়ার ফলে কাজকর্ম করতে পরে না এবং স্ত্রী বিন্দু সংসার চালায় সেই কথাও ভুলে যায় সে। বিন্দু যখন বিরুকে বিয়ে করতে বলেছিল শ্রীবিলাস তখন বিরুকে পরামর্শ দিয়েছিল বিয়ে না করার। শ্রীবিলাস জানে বিয়ে করলে স্ত্রীকে খাওয়াতে হয়, কাপড় দিতে হয়, ভবিষ্যতে সন্তানের জন্ম হলে তাকে মানুষ করতে হয় এবং তার জন্য দরকার অর্থ। বীরু একটা কারখানায় কাজ করত সামান্য বেতনে, তা দিয়ে সংসার চালানো খুবই কঠিন ব্যাপার, তাই শ্রীবিলাস বিয়েতে বাধা দিয়েছিল। শ্রীবিলাস বলেছিল —

"ওই তো মেয়ে মানুষের দোষ, কেবল বিয়ে-থা করো। আরে, বিয়ে তো করবে খেতে দেবে কী? ছেলেপিলে হলে!"[৩]

শ্রীবিলাস উপদেশ দেওয়ার সময় ভুলে গিয়েছিল সে নিজে কোনো অর্থ আয় করে না, তাদের সংসার চলছিল বিন্দুর উপার্জিত অর্থ দিয়ে। সে তার নিজের অক্ষমতার কথা যখন বুঝতে পারে তখন সে নীরব হয়ে যায় —

"পরক্ষণেই বেড়ালের মতো ঠাণ্ডা হয়ে বললে, ভগবান করুন দিনে দিনে যেন তোমার উন্নতি হয়।"[৪]

শ্রীবিলাস অন্ধ হওয়ার কারণে নিজের পরিবারের সদস্যদের কাছে অবহেলা বা অবজ্ঞার পাত্র হয়েছিল তার প্রমাণ আছে আলোচ্য গল্পে। বিন্দু যখন একদিন সকালে বাবুদের বাড়িতে কাজে যাচ্ছিল শ্রীবিলাস তার কাছে টাকা চেয়েছিল সন্তানদের ও নিজের ক্ষিদে মেটানোর জন্য, বিন্দু সে টাকা শ্রীবিলাসকে দিলেও তার হাতে দেয়নি; মেঝের উপর ফেলে দিয়ে ব্যঙ্গ করে বলেছিল গৌরী সেন। গল্পের এই অংশটুকু পাঠ করলে বুঝতে পারবো বিন্দুর উপহাস ও শ্রীবিলাসের কষ্ট —

"হুকুম করার বেলায় তো খুবই মজা, আর পয়সা নেবার বেলায় কেবল গৌরী সেন! আঁচলে বাধা ছিল পয়সা। বিন্দু তা বের করে মেঝের ওপর ঝনাৎ করে ফেলে চলে গেল। শ্রীবিলাস হাত দিয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে আপন মনে বললে, আমার হাতের ওপর দিয়ে গেলে কী দোষটা হত শুনি? এখন পয়সাদুটো আমি কী করে পাই?"[৫]

বিন্দু শ্রীবিলাসকে যেমন অবহেলা করত ঠিক তেমনি তার বড়ো ছেলে কেলোও অবহেলা করত। বিন্দুর কাছে চেয়ে নেওয়া টাকা দিয়ে কেলো মুড়ি কিনে আনে, সে মুড়ি কিনে আনে ঠিকই তবে সে সমস্ত মুড়ি প্রায় খেয়ে ফেলছিল, ভাই-বোনকে অল্প দিয়ে আর অল্প রেখে দিয়েছিল পিতা শ্রীবিলাসের জন্য। শ্রীবিলাস মুড়ি কিনে এনে সব সন্তানদের খেতে বলেছিল, সকলে খেয়েছিল অল্প করে, তবে কেলো বেশি খেয়েছিল অন্যদের ভয় দেখিয়ে। কিন্তু শ্রীবিলাস অন্ধ হওয়ার দরুন সে ঘটনা দেখতে পায়নি। কেলো তার পিতাকে ভয় করত না, বরং মিথ্যা কথা বলে ঠকাতো। কোলে চড়ে তার বোন কান্না করছিল। কিন্তু কেলো পিতা শ্রীবিলাসকে মিথ্য বলেছিল —

"হাতটা কেবল একটু লাগিয়েছিলাম, আর অমনি কেঁদে ফেলল ভ্যাঁ করে। এমন ছিঁচকাঁদুনে আর কখনও দেখিনি, বাপরে।"[৬]

বিন্দুর কাছে টাকা নিয়েছিল শুধু ছেলেদের খাওয়ার জন্য নয় নিজের জন্যও। এটাতো ঠিক শুধু যে ছেলে-মেয়েদের খিদে পায় তা নয় সকলের পেট আছে, খিদে আছে। তাই শ্রীবিলাস বলেছিল —

"পাজি ছেলে, সবই খেয়ে ফেললি? বয়স আমাদের বেশি হয়েছে বলে বুঝি খিদে পেতে নেই মোটেই? শয়তান ছেলে, হতচ্ছড়া হাড়গুলো গুঁড়ো করে ফেলব আমি।"[৭]

তবে শ্রীবিলাস অন্ধ বলে তার মায়া-মমতা ছিলনা তা নয়, তারও মায়া মমতা ছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় সন্তানদের শাসন করার মাধ্যমে ও সন্তানদের ভালোবাসার মাধ্যমে। সে যেমন সন্তানদের উপর রাগ করত, তেমনি ভালোবাসত। একদিন কেলো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বাড়ি না আসলে সে চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল।

শ্রীবিলাস প্রতিবন্ধী ছিল বলে তার কাজকর্ম ছিলনা তা নয়, তারও কাজ ছিল। সে তার সন্তানদের শাসন করত, লাঠি নিয়ে বারান্দার এদিক সেদিক চলত; দিন-রাত বকাবকি করত। বকা-বকি, হাঁটা-হাঁটি, সন্তানদের শাসন করা সমস্ত কিছুকে লেখক শ্রীবিলাসের কর্ম বলে উল্লেখ করেছেন। তবে এটাও ঠিক সন্তানদের শাসন করা, ভালোবাসা দেওয়া, খবর রাখা এগুলোও কাজ। সে অন্ধ হলেও তার মধ্যেও আনন্দ ছিল, তা প্রমাণিত হয়েছিল কড়ি খেলার মাধ্যমে। সে কড়িকে দেখতে পেত না তবুও তার মনে কড়ি খেলার আগ্রহ ছিল প্রবল। তার মধ্যে ধর্ম পালনের বীজও নিহিত ছিল, সে প্রত্যহ পূর্ব দিকে প্রণাম করত সূর্য দেবতাকে এবং একমনে প্রায় গান করত পরলোক বিষয়ে —

"কিছু সাথে যাবেনা, কেউ সঙ্গে যাবেনা, স্ত্রী নয়, পুত্র নয়, ভাই নয়, বোন নয়, ধন-দৌলত নয়।"[৮]

পরলোক বিষয় সম্পর্কে তার মনে যেমন শ্রদ্ধা ছিল, তেমনি তার মনে ছিল কামনা-বাসনা। স্ত্রী বিন্দু অন্যের বাড়ির কাজ করত প্রত্যেকদিন। আর সেই অর্থ দিয়ে তাদের সংসার চলত দরিদ্রতার সঙ্গে। সংসার চালানোর জন্য সে সেলাই করা ছেঁড়া কাপড় পরে দিনযাপন করত, সংসার কীভাবে চলবে তা চিন্তা করত। তবে শ্রীবিলাস সংসার চালানোর চিন্তা করত না, তার প্রতহ্য রাত্রে মনের বাসনা থাকত শরীরিক চাহিদা। বিন্দু যখন ঘুমাতে বলেছিল — "তোমার চোখের আগুন নিবাও, আমি তো আর পারিনি।"[৯]কিন্তু শ্রীবিলাস তার কথা গ্রাহ্য না করে কাতর স্বরে বলেছিল — "দ্যাখো, আমি অন্ধ মানুষ, কত দুঃখ। তার উপর আমাকে আরো কষ্ট দিয়ে লাভ কি? বিন্দু ও বিন্দু।"[১০]

তবুও বিন্দু তার কথায় রাজি না হলে শ্রীবিলাস ভয়ানক ভাবে রেগে কাছের লাঠি নিয়ে ছুঁড়ে মেরেছিল এবং ঘটনাক্রমে একটা পুরনো বাক্সের সঙ্গে শ্রীবিলাস ধাক্কা খেয়ে আছড়ে পড়লে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল —

"আমাকে মেরে ফেললেরে, ওই রাক্ষুসি আমাকে মেরে ফেললেরে।"[১১] অবশেষে বিন্দু বাধ্য হয়ে শ্রীবিলাসের সঙ্গে যৌনতায় লিপ্ত হয়।

'অন্ধ শ্রীবীলাসের অনেক দিনের একদিন' গল্পে ফুটে উঠেছে অসহায়ের কথা, অপর দিকে ফুটে উঠেছে যৌনতা। শ্রীবিলাস অন্ধ হওয়ার জন্য রোজগার করতে সক্ষম ছিল না, তাই সে স্ত্রীর কাছে টাকার চেয়ে নিজের পেটের চাহিদা মেটাত এবং সন্তানদের। তবে আমরা লক্ষ করি শ্রীবিলাস যখন তার স্ত্রী বিন্দুর কাছে টাকা চাইতো তখন তাকে শুনতে হতো অপমানমূলক কথা। শুধু যে স্ত্রীর কাছে অবহেলিত হতে হয়েছিল তা নয়, তার পুত্র-সন্তানদের কাছে অবহেলিত হতে হয়েছিল। শ্রীবিলাস অন্ধ হওয়ার ফলে তাকে এবং তার পরিবারকে দারিদ্র্যতার সঙ্গে দিনযাপন করতে হয়েছিল। যদি সে প্রতিবন্ধী না হতো তাহলে হয়তো তাকে দারিদ্র্যের সঙ্গে দিনযাপন করতে হতো না, কিছুটা হলেও লাঘব হতো। অপরদিকে শ্রীবিলাসের দারিদ্র্যতা, অবহেলিত, বঞ্চিতের মধ্যে তার সময় অতিক্রম করলেও তার মধ্যে শারীরিক চাহিদা ছিল প্রচুর। অতএব এই গল্পে একজন প্রতিবন্ধী অসহায়, দরিদ্র, বঞ্চিতের বর্ণনা খুবই চমৎকারভাবে রূপ লাভ করেছে।

তথ্যসূত্র :

১.'সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনা সমগ্র', দিলীপ মজুমদার, নবজাতক প্রকাশন, এ ৬৪, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা ৭, পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ ১ ফেব্রুআরি ২০২২, পৃ. ২৫৮
২. ওই, পৃ. ২৫৮
৩. ওই, পৃ. ২৫৯

৪. ওই, পৃ. ২৫৯
৫. ওই, পৃ. ২৬০
৬. ওই, পৃ. ২৬১
৭. ওই, পৃ. ২৬২
৮. ওই, পৃ. ২৫৯
৯. ওই, পৃ. ২৬৬
১০. ওই, পৃ. ২৬৭
১১. ওই, পৃ. ২৬৭

সহায়ক গ্রন্থ:

১. অচ্যুত গোস্বামী, 'বাংলা উপন্যাসের ধারা, পাঠভবন', ১২/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ১২, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ অক্টোবর ১৯৬১
২. মানিকুল ইসলাম, 'সোমেন চন্দ : জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম', সুচয়নী পাবলিশার্স, ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, প্রথম প্রকাশ ২০১৭
৩. শুভময় ঘোষ, 'কথাসাহিত্যের বহুমাত্রিকতা', প্রতিভাস, ১৮এ গোবিন্দ মণ্ডলরোড, কলকাতা ২, প্রথম সংস্করণ জানুআরি, ২০০২
৪. সনৎকুমার নস্কর, 'সোমেন চন্দের গল্প : নিজস্ব পাঠের আয়নায়', প্রজ্ঞা বিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০১, পুনর্মুদ্রণ মার্চ ২০১৭
৫. সুমিতা চক্রবর্তী, 'ছোটগল্পের বিষয়-আশয়', পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০৪

লেখক পরিচিতি: সৌম্যদেব দাস, গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ।